MAY 21 2002

নকল প্রতিরোধে সুপারিশমালা

শিক্ষার্থী মানেই পরীক্ষার্থী। কারণ কতোগুলো পরীক্ষার মাধ্যমেই ছাত্র জীবনের যবনিকাপাত ঘটে। জলতাংকের মতো পরীক্ষা ভীতিতে প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে কমবেশি চিন্তিত হতে হয়। তার দীর্ঘদিনের রাতজাগা সাধনা অন্তহীন। পরিশ্রমের মূল্যায়ন ঘটে পরীক্ষা পদ্ধতির বদৌলতে। কিন্তু আমাদের দেশে পরীক্ষা পদ্ধতি কোনোদিনই উন্নতমানের ছিল না। যা আছে তাও যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। এর সার্বিক উন্নয়ন প্রয়োজন। এ বছর এসএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে, এইচএসসি পরীক্ষাও চলছে। প্রতি বছরই পরীক্ষায় নকলের দায়ে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী এমকি নকলে সহায়তা প্রদানের জন্য শিক্ষক ও বহিষ্কৃত হচ্ছে যা দুঃখ ও লজ্জাজনক বটে। পরীক্ষায় নকলে মহোৎসবের পুনরাবৃত্তি না ঘটুক এটাই সবার প্রত্যাশা। তাই আমাদের পরীক্ষায় বিশেষ করে পাবলিক পরীক্ষায় নকল রোধের জন্য নিম্নলিখিত সুপাশিগুলো পেশ করছি।

১. প্রতি জেলায় এবং প্রতি উপজেলা কেন্দ্রে একটি করে সুরক্ষিত পরীক্ষা হল নির্মাণ করতে হবে।

২. বর্তমানে শহরাঞ্চলে যেভাবে এক কলেজের সেন্টার অন্য কলেজে স্থানান্তরিত করা হয় তেমনি জেলা উপজেলা কেন্দ্রগুলোতে করতে হবে। এতে পরিচিত শিক্ষক কেন্দ্রে থাকবে না। পরিচিত পরিবেশ থাকবে না।

৩. পরীক্ষা পরিচালনার সঙ্গে যারা সরাসরি যুক্ত যেমন-. কেন্দ্র সচিব, শিক্ষাবোর্ডে ও জেলা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ, হল সুপার, কক্ষ পরিদর্শক, ন্যূনতম সংখ্যক অফিস কর্মচারী ও পিয়ন ব্যতীত অন্য কেউই পরীক্ষা কেন্দ্রে অবস্থান নিতে পরবে না।

৪. অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের প্রতি অধিক সচেতন হতে হবে। তাদের পড়ালেখার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে হবে।

৫. শিক্ষকদের কর্তব্য সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে শিক্ষকরা ক্লাসে সাদামাটাভাবে পড়িয়ে দেন। কিন্তু প্রাইভেট ভালো পড়ান। ফলে ছাত্ররা মাসের পর মাস শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে। ঐ ছাত্র যখন পরে দুর্নীতি করে তখন শিক্ষক দেখেও না দেখার ভান করেন। শিক্ষকদের এহেন মানসিকতার পরিবর্তন আবশ্যক।

৬. প্রশ্নপত্র গতানুগতিক ও কমন প্রশ্নের ধারা বর্জন করতে হবে। প্রশ্নের ধরন কোনো গাইড বা নোটের আলোকে হতে পারবে না।

৭. প্রশ্নের উত্তর যেন মুখস্তধর্মী না হয়ে চিন্তাধর্মী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রশ্নের ভাষা পুরোটাই পরিবর্তন করতে হবে।

৮. একই বিষয় বা অধ্যায় থেকে একাধিক প্রশ্ন করা যাবে না। প্রশ্ন মেইন বইয়ের পুরো সিলেবাস থেকেই করতে হবে।

৯. ভুল উত্তরের জন্য প্রদত্ত নম্বরের সমপরিমাণ নম্বর কর্তন করতে হবে।

১০. পরীক্ষা কেন্দ্রের আশপাশে পরীক্ষা চলকালীন ফটো কপি মেশিন চালু রাখা চলবে না।

১১. যে বিষয়ের পরীক্ষা সেই বিষয়ের শিক্ষককে কোনোক্রমেই কক্ষ পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রদান করা যাবে না।

১২. পরীক্ষা কক্ষে ছাত্র-পরিদর্শনক অনুপাত সঠিকভাবে রক্ষণ করতে হবে।

১৩. পরীক্ষা কেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষণ এবং যথাযথভাবে ১৪৪ ধারা পালনের জন্য পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ দিতে হবে।

১৪. নকলের জন্য চিহ্নিত ও ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অবশ্যই বিডিআর মোতায়েন করতে হবে।

১৫. ব্যাপক নকল ও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ত্বরিত আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। এবং পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিল করতে হবে।

১৬. যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নকলের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পরীক্ষার্থীদর কাছে অতিরিক্ত প্রচুর অর্থ আদায় করে সে সব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৭. প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো ঘটনা কঠোরভাবে দমন করতে হবে। পরীক্ষা অবশ্যই রাজনীতিমুক্ত করতে হবে।

১৮. সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যতীত অন্য কোনো অসুস্থ পরীক্ষার্থীদের জন্য কোনোভাবেই পৃথক পরীক্ষা কক্ষ দেওয়া চলবে না।

১৯. নকলবাজ শিক্ষার্থী ও নকলে সহায়তাকারী যেই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

নকলমুক্ত পরিবেশে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মাধ্যমে পরীক্ষায় দুর্নীতি রোধ করতে হবে। তাই উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে নকলের রাহুগ্রাস থেকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সরকার ইমরুল আহমদ দীপু
রহমতপুর, নিউ ট্রাক রোড, চাঁদপুর।